সাউথ সুদানের পথে – ডিংকা-নুয়েরদের দেশে-২

শোভন শামস

ইউয়াই - বোর - জুবা

এখন বর্ষা কাল, এ সময় সাউথ সুদানের রাস্তা গুলো চলাচলের জন্য তেমন সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে না । একে তো মাটির রাস্তা তার উপর কাদা, তাই যাতায়াতের জন্য আকাশপথ সবচেয়ে ভাল। সবার পক্ষে কি এভাবে যাওয়া সম্ভব? অবশ্যই না, তাই এদেশে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে অল্প কিছু লোকই যাতায়াত করতে পারে। আমি আজ চলছি জংলে স্টেটের ইউয়াই তে। এই প্রদেশ বেশ অশান্ত, বড় দুটো গোত্রের মধ্যে মারামারি চলছেই। ইউয়াই একটা ছোট জনপদ ।

বোর জংলে স্টেটের রাজধানী, এই স্টেটের প্রদেশ এগারোটি। এই প্রদেশের আয়তন ১,২২,৪৭৯ বর্গ কিলোমিটার। জংলে স্টেটের বিদ্রোহীরা তাদের নেতা ডেভিড ইয় ইয়র অনুগত।এই প্রদেশেই এখনও সমস্যা রয়ে গেছে। এখানে মুরলে গোত্রের মানুষ বেশ হিংস্র এবং এরা যোদ্ধা হিসেবে বিখ্যাত। এদেরকে ডিঙকা কিংবা স্থানীয় নুয়ের গোত্রের মানুষরা পছন্দ করে না।

মালাকাল থেকে উড়াল দেয়ার পর আবার সেই চির পরিচিত দৃশ্য। হোয়াইট নাইল নদী এঁকে বেঁকে বয়ে চলছে এই প্রদেশের উপর দিয়ে। তবে এখানের গ্রামগুলো একটু অন্য রকম লাগল। প্রথমে চারিদিকে ঘাসের গোলাকার অবস্থান, তারপর কিছু ঝোপ গাছ, এরপর ভেতরের অংশ পরিস্কার করে টুকুল গুলো সাজান রয়েছে। এরকম টুকুল গুচ্ছের মাঝে পায়ে চলা পথ। নানা দিক দিয়ে এগুলোতে ঢোকা যায়। বেশ সুন্দর লাগে আকাশ থেকে দেখতে।

জংলে স্টেটের গ্রাম, দূরে টুকুল –বোর এলাকাতে

প্রায় এক ঘন্টা উড়ে আমরা ইউয়াইতে নামলাম। এখানে কোন বিমানবন্দর নেই। মাঠেই নামতে হল। একটু দূরে দিয়ে মানুষজন হেঁটে যাচ্ছে, নিরাপত্তার জন্য কিছু জায়গা পরিস্কার করা হয়েছে। এখানে দেখার কিছু নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার রওয়ানা হলাম বোরের উদ্দেশ্যে।

আরও এক ঘন্টা পনের মিনিট পরে বোর বিমানবন্দরে এসে পৌঁছালাম। ছোট বিমান বন্দর। দু একটা ছোট বিমান মাঝে মাঝে উড়াল দেয় এখান থেকে। এখানেও মাটির রাস্তা ।

শহরে পাকা রাস্তা আছে। দুএকটা বিল বোর্ড দেখা যায় এখানে সেখানে। দুই দিন এখানে থাকার কথা ছিল। এই ফাঁকে জুবা যাবার সুযোগ আসল, তাই দেরীনা করে জুবার পথে আবার উড়াল দিলাম।

বোর বিমান বন্দর থেকে শহরের দিকে –জংলে স্টেট

এক দিনে প্রায় চার ঘণ্টা বিমানে ভ্রমন। বেশ কষ্টকর। তবে নিজের আস্তানার বাইরে ছুটির দিন কাটানোর বদলে জুবা যতই খারাপ হউক তাও ভাল। বিকেল পাঁচটার পর জুবাতে ল্যান্ড করল বিমান। রোদের তেজ এখনও বেশ, মেঘহীন নীল আকাশ, নীচে লাল মাটির পথে চলতে আবার ফিরে এলাম জুবাতে। এক সপ্তাহ পর জুবাতে ফিরতে পেরে বেশ ভাল লাগছিল। মনে হল জুবাও যেন আপন নিবাস এই পরবাসে।

ইয়াম্বিও-ওয়েস্টার্ন ইকুয়েটরিয়া

জুবা থেকে হেলিকপ্টারে নানা দেশের মানুষ একসাথে ইয়াম্বিওর পথে রওয়ানা হলাম। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, কেনিয়া, সাউথ সুদান,সামোয়া, ইথিওপিয়া, জিম্বাবুয়ে, ভারত, ইউক্রেন এবং বাংলাদেশ সবাই চলছি। সকাল বারটার পর টেক অফ করল আমাদের হেলিকপ্টার। ওয়েস্টার্ন ইকুয়েটরিয়া প্রদেশের রাজধানী ইয়াম্বিও, এই প্রদেশের কাউন্টির সংখ্যা দশটি। প্রদেশটি ডেমক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের পাশেই।

আজ বেশ ঘুর পথের যাত্রা। যেতে হবে ওয়েস্টার্ন ইকুয়েটরিয়া প্রদেশের সীমান্ত জনপদ ইযো হয়ে। জনপদটি ডেমক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক এবং সাউথ সুদান এই তিন দেশের সীমান্তের কাছে। এখানে একটা জায়গাতে তিন দেশ এক হয়েছে। জনপদ গুলো অরণ্যের মাঝে, এবং মাঝে মাঝে এখানে বাজার বসে। তিন দেশের মানুষ তখন এখানে আসে। এই অঞ্চলে লর্ডস রিপাবলিকান আর্মি নামে একটা সন্ত্রাসী গ্রুপ বেশ সক্রিয়।

জুবা ছাড়িয়ে পশ্চিমের দিকে চলা শুরু হল। মাটির রাস্তা, এই পথে প্রায় ৫৭২ কিলো মিটার দূরে ইয়াম্বিও শহর। নিচের দৃশ্য একরকমই প্রায়। এখানে নদীর উপস্থিতি নেই। ঘাস জমি, ঝোপ গাছ ও বন রয়েছে। মাঝে মাঝে আট দশটা টুকুল নিয়ে ছোট ছোট জনপদ। নদীর মত আঁকাবাঁকা হয়ে বনের মধ্যে দিয়ে ফাঁকা জায়গা, এসব জমিতে ঘাস আছে। ঘাসের নদীর মত মনে হয়।

জুবার আকাশ পরিষ্কার, মাঝে মাঝে হালকা সাদা মেঘ, দুপুরের রোদের সোনালি আলো চারিদিকে।দুই ঘন্টা ফ্লাইট টাইম,একটু একঘেয়ে হলেও তেমন খারাপ লাগছিল না। ইযোর দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছি আকাশ ততই মেঘলা হতে শুরু করেছে। এই এলাকাতে বৃষ্টি হলে বিমান চলাচল বন্ধ থাকে।ইযো যেতে হলে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক সীমান্ত ঘেঁসে যেতে হয়। কেউ দেখিয়ে না দিলে অবশ্য সীমান্ত বুঝা যায় না।পথে কিছু টুকুল ও গ্রাম দেখলাম, জানতে পারলাম এগুলো সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের গ্রাম ।

বিকাল তিনটার সময় দেখি হেলিকপ্টার একটা ঝোপ ঘেরা খালি জায়গার দিকে নামছে। এটাই ইযো হেলিপাড, নতুন বানানো হয়েছে এখানে, আগে ইযো শহরের কাছে ল্যান্ডিং স্ট্রিপ ছিল সেখানেই নামত হেলিকপ্টার, জায়গাটা সীমান্তের সাথে বলে এখন ওটা বাদ দিয়ে নতুন করে এই জায়গাতে হেলিপাড বানানো হচ্ছে। আসার পথেই আকাশ মেঘলা হয়ে আসছিল, নামার পর ফোটা ফোটা বৃষ্টি, তারপর বজ্রসহ ঝমঝমে বৃষ্টি শুরু হল। দুই ঘন্টা বসে থেকে সবাই নেমে আশেপাশে একটু ঘোরাফেরা করছিল, বৃষ্টি আবার তাদেরকে হেলিকপ্টারের ভেতরে ফিরিয়ে নিয়ে এলো । এসময় ফ্লাই করা যায় না, তাই বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় থাকলাম।

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ সামোয়ার নাগরিক তার ছুটি শেষে ফেরত আসছিল এখানে, সাউথ সুদান থেকে অনেক দূরের দ্বীপদেশ এই সামোয়া। বিমান ভাড়া তিন থেকে পাচ হাজার ডলার। আমিরাত'স সব চেয়ে কম ভাড়া, তিন হাজার ডলার। সামোয়া থেকে নিউজিল্যান্ড, সেখান থেকে সিডনী – ডুবাই – জুবা, তিন দিনের রাস্তা। এত কষ্ট বলে পুরুষরা বছরে একবার ছুটিতে যায়। মহিলারা এটা পারে না, তাদেরকে দুই তিনবার যেতে হয়।

শব্দের জন্য এতক্ষণ কথা হচ্ছিল না, এখন সময় পেয়ে সবাই নানা কথা শেয়ার করছে। ইয়াম্বিওতে যারা থাকে তাদের এখানে ভাল লাগে। জুবার তুলনায় এখানে অপরাধ অনেক কম। প্রায় সব দরকারি জিনিসপত্র পাওয়া যায়।খাবারের খরচ ও এখানে তুলনামূলক ভাবে কম। তাই এখানে যারা আছে তারা বেশ ভালই আছে এবং এরা জুবাতে যেতে আগ্রহী না। রাজধানী থেকে দূরে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না বলে বাহির থেকে অনেকে এখানে আসতে চায় না। তাই পেশাগত কাজের চাপ এখানে বেশ কম।

আধা ঘন্টা পর মেঘ কেটে সূর্যের আলো দেখা গেল, বৃষ্টিও থেমে গেছে ততক্ষণে, আবার উড়াল দিল হেলিকপ্টার। এবার ফ্লাইট টাইম চল্লিশ মিনিট। আকাশ আলো করা রোদ। বিকেল পাঁচটার সময় ইয়াম্বিও বিমানবন্দরে পৌঁছে গেলাম। নামেই বিমান বন্দর- আসলে লাল মারামের বড় খোলা চত্তর, একটা মারামের ল্যান্ডিং স্ট্রিপ, দুএকটা টিনের ঘর, সরকারী কাজকর্মের জন্য। তবে কাজ চলছে ভবিষ্যতের জন্য। হেঁটে গাড়ির কাছে চলে এলাম। রাস্তা গুলো লাল মারামের। এখানে এই মারাম পাওয়া যায়। লাল রঙের পাথরের কুঁচি সহ আঠাল মাটি এই মারাম। বেশ ভাল রাস্তা হয় এই মাটি দিয়ে।

বিমান বন্দর থেকে বাইরে আসার পর ছোট জনপদ, আমাদের দেশের গ্রামের মত ছোট ছোট দোকান পাট। কিছু সওদা নিয়ে বসে আছে অনেকে, কেউবা অলস গালগল্প করে সময় কাটাচ্ছে। এখানকার গাছগুলো বেশ লম্বা ও মোটা।এরকম মোটা গাছ বাকী প্রদেশ গুলোতে দেখা যায় না। ইয়াম্বিও শহর থেকে সাঁইত্রিশ কিলোমিটার দুরেই ডেমক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো সীমান্ত। রাস্তাও আছে যদিও তেমন সুবিধার না, সাধারন জনগণ এই রাস্তা দিয়েই এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায়। লর্ডস রিপাবলিকান আর্মি এই অঞ্চলে সক্রিয় থাকায় চলাচল সবসময় নিরাপদ না।

ইয়াম্বিওর পথে

এখানকার আবহাওয়া চমৎকার। রোদের আলো আছে তবে তেজ কম। হালকা ঠাণ্ডা হাওয়া চারিদিকে। ধুলা বালিও তেমন নেই। এলাকাও বেশ পরিচ্ছন্ন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সন্ধ্যার পর বাতাসের বেগ বেড়ে গেল, একটু ঝড় বৃষ্টি হল, পরিবেশ ঠাণ্ডা আর ফ্রেস হয়ে গেল।আজ আর বাইরে কোথাও যাব না। সাউথ সুদানের এক ডাক্তারের সাথে দেখা হল এখানে, প্রায় পাঁচ বছর এখানে আছে, এই শহরটা তার ভাল লাগে, পরিবার জুবাতে আছে, বাচ্চারা সেখানে পড়াশোনা করে।সাপ্তাহিক ছুটিতে জুবা আসা যাওয়া করে। পরদিন ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিছুক্ষণ আশেপাশে হাঁটলাম। বেশ ঠাণ্ডা আবহাওয়া। রাতে এ সি কিংবা ফ্যান কিছুই লাগেনি।

সকাল এগারটার পর শহর দেখতে বের হলাম। আমাদের ড্রাইভার রুয়ান্ডার এক চটপটে ছেলে। তার আবেগ বেশ জোরাল, এই শহরটা বেশ ভাল ভাবে চিনে।জানতে পারলাম যে এখানকার মানুষজন তুলনামূলক ভাবে শান্ত। গরুর জন্য মারামারি হত্যা ইত্যাদি এখানে অনেক কম, তবে একদম নেই তা বলা যাবে না। রাস্তা থেকে একটু দূরে মানুষের বসবাসের টুকুল, বেশ কিছু টুকুল একসাথে নিয়ে জনপদ গরে উঠেছে। এখানকার টুকুলের বাহিরটা বেশ সুন্দর

করে রঙ করা, দেখতে ভালই লাগে। যেতে যেতে দেখলাম ভেতরে কর্ম ব্যস্ততা আছে। আলস সময় ও কাটাচ্ছে কেউ কেউ, বিশেষত বৃদ্ধ ও পুরুষেরা।

রাস্তা থেকে একটু দূরে ছোট ছোট গর্ত, এসময় প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয় তাই বেশ পানি আছে সেগুলোতে। বাচ্চারা রাস্তার পাশের অল্প পানিতে ঝাপা ঝাঁপি করছে। তাদের সবাই প্রায় কাপড় বিহীন।মনের আনন্দ তাই বলে একটুও কমেনি দেখলাম। আপন মনে তারা খেলছে। বিদেশী দেখে মাঝে মাঝে কেউ হাত নেড়ে টাটা ও দেয়।

পুরুষ ও মহিলারা সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। মহিলারা মাথায় করে বড় বোঝা টানছে এ ধরনের চিরচেনা দৃশ্য ও দেখা যায়। মহিলারা এগুলো বাড়িতে নিয়ে পরিবারের কাজে লাগাবে। মহিলারা এখানে বেশ পরিশ্রম করে।পুরুষদের কাজ মারামারি ও যুদ্ধ করা, লাভ হলে আরেকটা বিয়ে করা।তবে যুদ্ধে অনেকে মারা যায়।

ইয়াম্বিও শহরের রাস্তায়

ইয়াম্বিও শহরটা তেমন বড় না। চৌরাস্তা আছে কয়েকটা, সেখানে ট্রাফিক পোস্ট আছে, ট্রাফিক পুলিশ দেখলাম দাড়িয়ে ডিউটি করছে। ওয়েস্টার্ন ইকুয়েটরিয়া প্রদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অফিস আছে শহরে। এসব অফিস তেমন ঝকমকে মনে হলনা। মানুষ কম গাড়ি ও তেমন বেশি নেই। বড় কন্টেইনার ক্যারিয়ার আছে কিছু, এগুলো পাশের দেশগুলো থেকে মালামাল নিয়ে আসে।ব্যাংক দেখলাম কয়েকটা, দোতালা বাড়ির সংখ্যা কম, বেশির ভাগ একতালা টিনের ঘর। মোটর সাইকেল ও সাইকেলে মানুষ যাতায়াত করছে, গন পরিবহন হিসেবে দু'একটা মাইক্রোবাস দেখলাম।

ইয়াম্বিও বাজার এলাকা

বাজার বেশ জমজমাট, অনেক জিনিষ পাওয়া যায়। এখানেও সবকিছু আসে উগান্ডা থেকে তাই দাম অনেক বেশি। বড় দোকানও আছে এখানে, প্রায় সবকিছু পাওয়া যায়।ভারতীয় আছে বেশ কিছু, তারা সবাই ব্যবসার সাথে জড়িত। পুরনো কাপড় প্রথমে বিদেশ থেকে ভারতে নিয়ে আসে, তারপর ধুয়ে এবং ইস্ত্রি করে প্যাকেট করে। এইসব কাপড়ের প্যাকেট পাইকারি দরে এখানে বিক্রি করে দেয়। লোকাল দোকানদার ও ফেরিওয়ালারা এগুলো বিক্রি করে। কাপড়ের দাম এখানে অনেক।

এখানে টিম্বার বেশ ভাল, গাছ গুলো বেশ লম্বা ও মোটা, তাই টিম্বার ব্যবসা বেশ জমজমাট। এই খাতও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দখলে। উগান্ডা ও কেনিয়া থেকে তারা এখানে এসে কাজ করে। অনেকে জীবনের ঝুকি নিয়ে আসে। ইয়াম্বিওতে কুশ এয়ার নামের একটা বাজেট এয়ারলাইন্স নামে। এটা সপ্তাহে দুইবার জুবা যায়। সেখান থেকে উগান্ডা বা কেনিয়াতে যাওয়া যায়। কোম্পানিগুলোর ম্যানেজাররা এসব বিমানে করে আসে।বাকি লোকজন ঝুকি নিয়ে সড়ক পথেই চলাচল করে।বাঁচার সংগ্রাম তাদেরকে সব বাধা সরিয়ে কাজের জায়গায় টেনে আনে।

নতুন নতুন স্কুল হচ্ছে শহরে, জায়গার সমস্যা নেই তাই সব স্কুলের সামনে খেলার জন্য খোলা মাঠ আছে।অনেক ছোট বাচ্চা দেখলাম স্কুলে। তারা খেলাধুলা করছে মনের আনন্দে। শহরের রাস্তায় মাঝে মাঝে গর্ত হয়ে আছে, সেখানে এক জায়গাতে দেখলাম বেশ মানুষের জটলা। কাছে গিয়ে দেখি স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক মিলে একটু দূর থেকে পাথর এনে গর্ত ভরাট করছে, পরে রাস্তার পাশ থেকে মাটি কেটে জায়গাটা সমান করে দিচ্ছে, বেশ প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই ধরনের মানসিকতা থাকলে এই প্রদেশ অনেক এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাসিয়া মার্কেট এলাকা , ইয়াম্বিও

শহর থেকে দুই কিলোমিটার দূরে বেশ বড় বাজার, এলাকাটার নামে বাজারের নাম মাসিয়া মার্কেট। এখানে বাস স্ট্যান্ড আছে, সেখান থেকে নানা দিকে লোকজনের যাতায়াত চলছে। বেশ বড় এলাকা, অনেক মানুষ দেখলাম। নাপিতের দোকান , নানা জিনিসপত্রের পাইকারি দোকান , ব্যাংক ইত্যাদি সবই এখানে আছে। কিছু ছবি তুললাম এখানে দাঁড়িয়ে। আমাদেরকে দেখে অনেক বাচ্চা দাঁড়িয়ে গেল। কথা বললাম ওদের সাথে, কিছু বুঝল কিছু বুঝল না।

এদেশে মানুষজন তাদের নিজেদের গোত্রের ভাষায় কথা বলে নিজেদের মধ্যে, অন্য লোকজনের সাথে কথা বলার একমাত্র মাধ্যম সুদানি/ স্থানীয় আরবি ভাষা। স্বাধীনতার পর এরা সরকারী ভাবে আরবি বাদ দিয়ে স্কুলে ইংরেজিতে পড়াশোনা চালু করেছে। এদেশে ইংরেজি ভাষা চালু হতে আরও সময় লাগবে। বড়রা সবাই আরবি বুঝে,ব্যবসায়ীরা লোকাল আরবিতেই কথা

বলে। সুদানি অনেকে এখানে ব্যবসা করছে বহু যুগ ধরে, সাথে আছে ভারতীয়, এখন উগান্ডা, কেনিয়া ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের লোকজন এসে এখানে ব্যবসা করছে।

ঘণ্টা দুই ঘোরার পর আর দেখার কিছু পেলাম না, ফেরার পথে শহরের একটু বাইরে বানানো ইয়াম্বিও স্টেডিয়াম দেখতে গেলাম। ইয়াম্বিও স্টেডিয়াম শহরের আরেক পাশে, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার এই স্টেডিয়ামের নির্মাণে সহায়তা করেছিল। তাদের বানানো একটা ভাস্কর্য এখানে আছে। বাংলাদেশের অবদানের স্বীকৃতি এখানে আছে দেখে বেশ ভাল লাগল।এই এলাকাতে মানুষজন তেমন নেই। আশেপাশে বন, দূরে কিছু ঘরবাড়ী, স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে সামনের কোন জনপদের দিকে। সেখান দিয়ে গাড়ি চলছে দেখলাম। স্টেডিয়াম আজকে ফাঁকা, সবাই কাজকর্মে ব্যস্ত, বিকেল বেলা খেলাধুলা হবে।

এখান থেকে সোজা রাস্তা আরেক দিকে চলে গেছে, সেখানে এই শহরের পাওয়ার ষ্টেশন, তেল দিয়ে চলে এই পাওয়ার ষ্টেশনের জেনারেটর। রাস্তায় ইলেকট্রিকের পোল আছে, লাইন মাটির নিচ দিয়ে গেছে মনে হল, উপরে কোন তার ঝুলতে দেখলাম না। রাতে এখানে কিছু সময় বিদ্যুৎ থাকে।

আবহাওয়া চমৎকার এবং গাড়িটা ভাল বলে শহরটা সুন্দর ভাবে দেখা হল। মাঝে একবার একটু বৃষ্টি হল তবে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তা থেমে গেল, আকাশে আবার আলো ছড়ানো সোনালি রোদ। ফিরতি পথে রাস্তা থেকে একটু নেমে নতুন একটা রাস্তাতে চলে এলাম। এখান দিয়ে কৃত্রিম লেকের দিকে রওয়ানা হলাম। পর্যটকদের আকর্ষণ করার এবং স্থানীয়দের অবসর কাটানোর জন্য এখানে টুরিস্ট রিসোর্টের মত সাজান হচ্ছে লেক এলাকা, ছোট ছোট গোল ঘর বানানো হচ্ছে, সাথে বাগানের কাজ চলছে, আগামিতে হয়ত এটা একটা সুন্দর সময় কাটানোর জায়গা হবে, হোটেল রেস্টুরেন্ট ও আশেপাশে বানানো হচ্ছে।

বিদেশীদের থাকার জন্য বেশ কিছু হোটেল আছে এই শহরে। অনেক বড় এবং খোলামেলা জায়গা নিয়ে আছে সাউথ সুদান- ইয়াম্বিও হোটেল, ভাড়া জনপ্রতি একশ ডলার। একতালা কটেজ আছে এখানে, সামনে বাগান এবং কিছু পশু পাখির ভাস্কর্য সাজান আছে। এর চেয়ে কমে বাজেট হোটেল আছে ২০/৩০ ডলার দিয়ে থাকা যায়। সব হোটেলে থাকা এখানে নিরাপদ মনে হল। দেশে শান্তি থাকলে এটাই লাভ। উন্নতি তখন দ্রুত গতি লাভ করে।

ফিরতে ফিরতে দুপুর হল। পঁচিশ সুদানিজ পাউন্ডে দুপুরের খাবার খাওয়া যায় ভাল হোটেলে, চিকেন ডিস। বিকেল বেলা বাইরে যাইনি কোথাও। পরদিন ফিরতে হবে। সকাল নয়টায় বিমান বন্দরে হাজির হলাম। আজকের বাহন ১৫ সিটের টার্বো প্রপেল বিমান। সরাসরি এটা জুবাতে চলে আসবে। যাত্রী আমরা অল্প কয়েকজন। বিমান মারামের টারমারক থেকে উড়াল দিল জুবার পথে। ফ্লাইট টাইম এক ঘণ্টা দশ মিনিট, সময় ভালভাবে কেটে গেল।

আরামদায়ক ছিল এই বিমানে ভ্রমন। পথে একটু ঝাকি খেল বিমান মেঘের কারণে। এই এলাকাতে মেঘ থাকে এবং ছোট বিমান বেশ ঝাকি খায়, তবে যাত্রা নিরাপদেই শেষ হল।আমাদের সাথে সাউথ সুদানের এক মন্ত্রী ও ছিল, তার লটবহর বেশ বড়, তারা সবাই

বিদায় জানাতে এসেছিল বিমান বন্দরে। সুন্দর ভাবে কেটে গেল বিমান ভ্রমনের সময়, আমরা ফিরে এলাম চির পরিচিত জুবাতে।

ট্রাভেলগ -জুবা থেকে ওয়াও- আওইল

জুবা থেকে দুপুর বেলা বিমানে করে ওয়াওয়ের পথে রওয়ানা হলাম। ছোট বিমান, পঁচিশ জন বসতে পারে এই বিমানে। ওয়েস্টার্ন বাহার আল গাযাল এর রাজধানী ওয়াও, এই প্রদেশের কাউন্টির সংখ্যা তিনটি। আরবিতে গাযাল হল এক জাতীয় হরিণ আর বাহার হল সাগর। এই স্টেটে হয়ত অনেক হরিণ ছিল বা আছে, তবে আমি দেখিনি বা দেখার সুযোগ হয়নি এখন ও। এখানে আপাতত পরিস্থিতি শান্ত, যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব নেই । জুবা থেকে প্রথমে বিমান রুম্বেক বিমান বন্দরে নামল। এখানে রিফুয়েলিং হল। এখানে আসতে এক ঘন্টা দশ মিনিট লাগলো । রুম্বেক বিমানবন্দরের রানওয়ে মাটির, তবে এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, প্লেন থেকে নামতে একটু দেরি হল তাই বাইরে আর কোথাও যেতে পারলাম না। রুম্বেক লেক প্রদেশের রাজধানী, এই প্রদেশে কাউন্টির সংখ্যা আটটি। সামনের দিনগুলোতে এখানে থাকার জন্য আসতে হবে।

রুম্বেকে কাজ শেষ করে বিমান ওয়াওর পথে উড়াল দিল। বিমান থেকে নীচে বন্যার দৃশ্য দেখলাম। এই বর্ষাতে বৃষ্টির কারনে ওয়াও শহরের পাশ দিয়ে যাওয়া জুর নদী দুকুল ছাপিয়ে বয়ে যাচ্ছে। একসময় এই নদীর পাড়ে সুইমিংপুলসহ হোটেল ছিল। স্বাধীনতার পর পর্যটক আসা কমে গেছে তাই ভাল লাভ হচ্ছেনা বলে এখন তা বন্ধ হবে হবে করছে।

ওয়াও বিমান বন্দরে যখন নামলাম তখন বিকেল চারটা বেজে গেছে। বের হতে হতে আরও তিরিশ মিনিট লাগল। এই বিমান বন্দরের সবকিছু বেশ উন্নত, এসফল্টের রানওয়ে, অন্যান্য সুবিধাও আছে। বিকেলে কোথাও যাওয়া হল না। সন্ধার পর লোকাল একটা হোটেলে গেলাম। শহরের লোকজনের ব্যাবহার নাকি তেমন ভাল না। অনেক হোটেলে বিদেশীদের যেতে মানা আছে নিরাপত্তার কারনে। বিশেষ করে রাতের বেলা মাতালরা বিদেশীদেরকে আক্রমন করে জিনিষ পত্র ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এসব ঘটনায় বিচার পাওয়া যায় না। কাজেই উপদেশ হল দূরে থাকা সেসব এলাকা,বার কিংবা হোটেল থেকে।

আমরা একটা খোলা টুকুলে বসলাম, কোক আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেলাম। দাম রিজনেবল। বেশ কিছুক্ষণ গল্প করলাম এখানে। ঘন্টা খানেক সময় কাটিয়ে ফিরে চললাম। পথে ওয়াও স্টেডিয়াম দেখলাম। শহরের মূল রাস্তা জুর নদীর উপর বানানো ব্রিজ পর্যন্ত গেছে। এরপর আবার কাঁচা রাস্তা। সেই পথে শুকনার সময় রুম্বেক, জুবা যাওয়া যায়। রাতের শহর অন্ধকার, বিদ্যুৎ নেই, আলো জ্বলে জেনারেটর দিয়ে। তেমন উন্নতি এখনও হয়নি এই শহরের। তবে কাজ শুরু হয়েছে।

পরদিন সকাল আঁটটার সময় আবার হেলিকপ্টারে করে আওইল যেতে হবে। আকাশে উঠার চল্লিশ মিনিট পর আমাদের হেলিকপ্টার ওয়ারাব প্রদেশের রাজধানী কয়াজক শহরের এয়ার স্ট্রিপে নামল, এই প্রদেশের কাউন্টির সংখ্যা ছয়টি। এয়ার স্ট্রিপ শহর থেকে বেশ দূরে।

বনের মধ্যে এয়ার স্ট্রিপ , জনপদ থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে। রানওয়ে লাল মারামের। ছোট বিমান এখানে নামে। এখানে কিছুক্ষণ থেকে হেলিকপ্টার উড়াল দিল আওইলের পথে।

এরপর আমাদের গন্তব্য নর্দার্ন বাহার আল গাযালের রাজধানী আওইল শহর, এই প্রদেশের কাউন্টির সংখ্যা পাঁচটি। বিমান বন্দরের পাশে অনেক নষ্ট বিমান পড়ে রয়েছে দেখতে পেলাম। এই শহরের মানুষগুলোর ব্যাবহার নাকি বেশ ভাল। শহরে ছবি উঠানোর উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। শহরের পথে বেশ কিছু ছবি তুললাম।

বিমান থেকে আওইল শহর

বিমান থেকে শহরটাকে বেশ সাজান মনে হল। রাস্তা ঘাট পরিচ্ছন্ন, পাকা রাস্তা আছে শহরে। বিমান বন্দর শহর থেকে বেশ দূরে। বিমান বন্দরে অনেক ঘাস হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের কিছু অভাব আছে বলে মনে হল।

আওইল শহরের পথে

দুই সুদান যখন এক দেশ ছিল তখনকার মতই অফিস আদালতের সাইন বোর্ড গুলো এখন ও আছে। দেখে মনে হয় স্বাধীনতার পরে নতুন করে এগুলো প্রানের ছোঁয়া পায়নি এখন ও। মানুষগুলো ভেবেছিল স্বাধীন হলে সব নিজ থেকে হয়ে যাবে, আসল তা কি হয় কখনো?

আসার পথে আমরা হেলিকপ্টারে আট জন ছিলাম, কেনিয়ান, বাংলাদেশী, সাউথ সুদানি এবং বাকী দুজন আফ্রিকার দুটো দেশের। । রাশিয়ান পেরিগ্রিন ইগর ছিল ফ্লাইট এটেন্ডেন্ট । এটা ছিল রাশিয়ান হেলিকপ্টার । ওয়াও থেকে কয়াজক আসতে চল্লিশ মিনিট , সেখান থেকে আওইল আসতে এরকমই সময় লাগল।

এখানে বিশ্ববিদ্যালয় দেখলাম তবে এখন তা চালু আছে কিনা জানতে পারিনি। অনেক আরবি লিখা দেখা যায় এখানে। সাউথ সুদানিরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে আরবি ভাষাতে। নতুন দেশে বাচ্চারা ইংরেজিতে পড়াশোনা করছে, এরা বড় হলে হয়ত তাদের ভাব আদান প্রদানের মাধ্যম হবে ইংরাজি।

এখানে আসার পর বাংলাদেশিদের সাথে গল্প হল দুপুরে, কি প্রসঙ্গে সোমালিয়ার কথা চলে এল। সোমালিয়াতে এত সমস্যা, দেশের ভিতর হানাহানি, খুন চলছেই। দেশের বাহিরে সোমালিরা আবার এক হয়ে ব্যবসা করছে। এক সোমালির কথা বললেন তিনি, সে এখন সাউথ সুদানে আছে। তারা কয়েকজন মিলে দুবাইতে একটা এপার্টমেন্ট কেনার প্লান করছে, দুবাইতে এপার্টমেন্ট কেনার পর তারা সেখানকার রেসিডেন্স পারমিট পাবে। এরপর তারা সেখান থেকে চীন ও সোমালিয়ার মধ্যে ব্যবসা করবে। প্রায় সব গোত্রের লোক জন এখানে এক হয়ে ব্যবসা করছে, এদের ভাইরা দেশে একজন আরেক জনকে মারছে। কি বিচিত্র দেশ। সোমালিয়াতে ঘরের ভেতর মেয়েদের প্রতাপ এবং এটা সব গোত্র মানে, অথচ কট্টর লোকজন দেশের ভেতর অরাজকতা চালিয়ে যাচ্ছে।

উগান্ডাতে একজন প্রবাসী বাংলাদেশীর সাথে এক বাঙ্গালি ছেলের দেখা হয়েছিল। তিনি তখন হাসপাতালে ছিলেন। অপারেশনের রুগী সময় কাটেনা, তার বন্ধু এক বাঙ্গালী ছেলেকে নিয়ে এসেছে তার দেখাশোনা করার জন্য। রাতে তার সাথে কথা হয়। পলিটেকনিকাল থেকে অটো মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিঙে পাশ করে তেমন কোনও কাজ পায়নি দেশে। একজন বুদ্ধি দিল যে ইউরোপে তাঁর অনেক দাম, অনেক চাকুরী আছে। সাত লাখ টাকা দালাল কে দিয়ে সে ইউরোপের পথে রওয়ানা হয়ে উগান্ডায় ধরা পড়ে। সাত মাস জেলে ছিল। তারপর ছাড়া পেয়ে লোকাল একটা গ্যারাজে চাকুরী নিয়ে কোন মতে বেচে আছে।

তাঁর ফেরার পথ নেই, সব বিক্রি করে এখানে এসেছে। তারপরও তাঁর আশা দেশে ফিরে গিয়ে নিজে কিছু করবে। সে চাকুরী করবে না। তাঁর খামার করার সখ। মাছ মুরগী না কারন অনেকে এই ব্যবসা করছে। সে কবুতরের ফার্ম করবে। ভাল জাতের কবুতর বেশ দামে বিক্রি হয়। দুটোতে প্রায় এক কেজি হয়ে যায়। বুক পকেট থেকে মোবাইল বের করে সে কবুতরের ছবি দেখায়। বাংলাদেশের মানুষের মনের এই জোয়ার আমাদেরকে সামনে নিয়ে যাবেই। এই বয়সের ছেলেরা প্রেমিকা বা মেয়ের ছবি বুক পকেটে রাখে, আর সে রেখেছে তাঁর স্বপ্নের কবুতরের ছবি। সে লেগে থাকলে একদিন উপরে উঠবেই।

বিকেল বেলা আবার ফিরতে হবে ওয়াওতে। এবার সরাসরি যাবে। ফ্লাইট টাইম চল্লিশ মিনিট। বিকেল পাঁচটার সময় ফিরে এলাম ওয়াওতে। রাতে এখানে বাংলাদেশের গল্প করে সময় কাটালাম, পরদিন যেতে হবে জুবাতে। ওয়াও বিমান বন্দর উন্নত বলে বড় বিমান এখানে নামে। আজ বিমান বেশ বড়। পঞ্চাশ জন যাত্রী নিতে পারে। চৌদ্দ হাজার ফিট উপর দিয়ে উড়ে বিমান পৌনে এক ঘন্টায় জুবা নামিয়ে দিল আমাদেরকে। এই সফরে সাউথ সুদানের চারটা প্রদেশ ছুয়ে এলাম। এদেশের দশটা প্রদেশের মধ্যে নয়টা দেখা হল এপর্যন্ত। বাকী আছে একটা। আসা করি দেখা হবে সামনে। জুবাতে নিজের আঙ্গিনাতে ফিরে যেন প্রান ফিরে পেলাম।